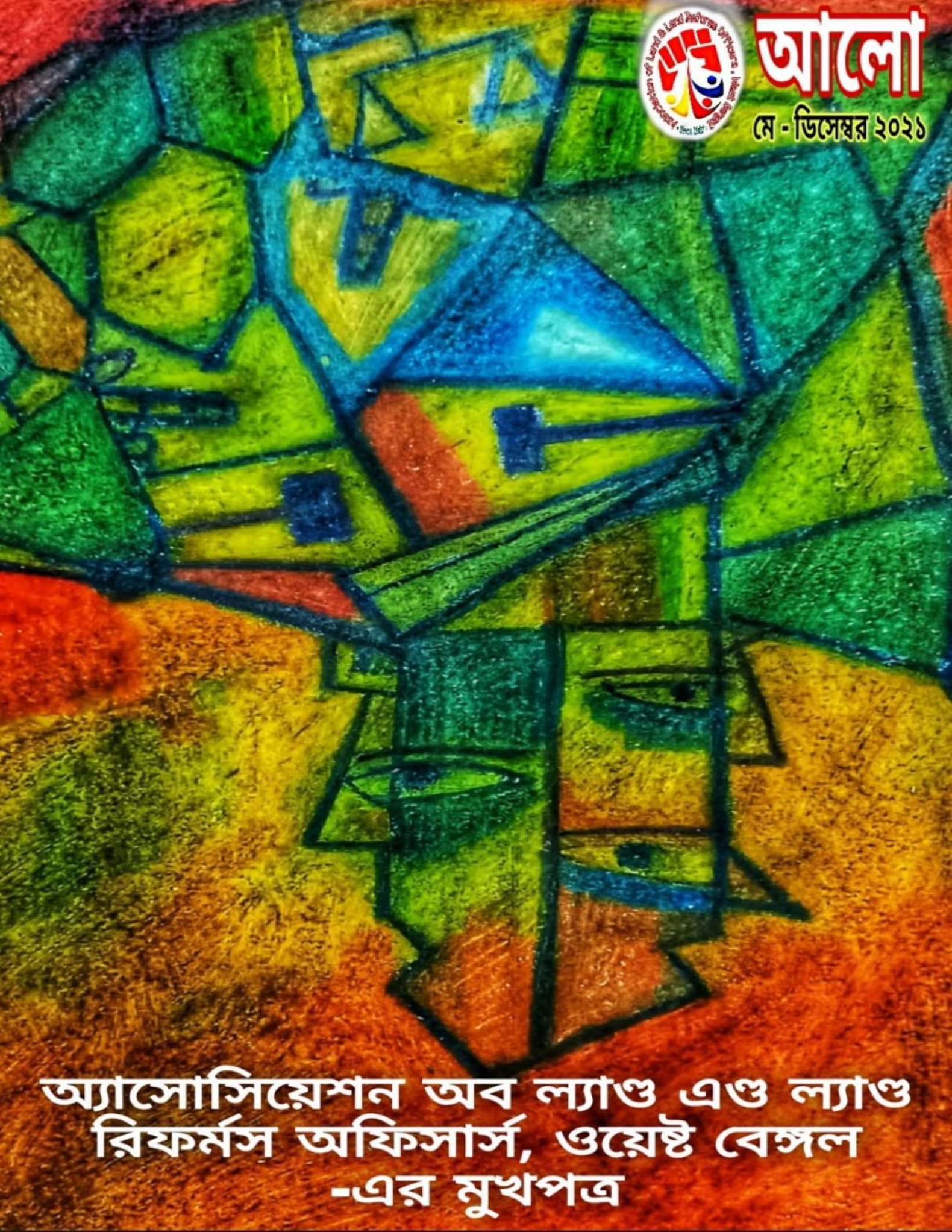

আলো

মে - ডিসেম্বর ২০২১

অ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো ইন্টারনেট সংস্করণ- মে – ডিসেম্বর, ২০২১

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল – এর মুখপত্র

সম্পাদক:– অম্লান দে

প্রচ্ছদঃ তৃষিত সেনগুপ্ত

বিন্যাস-অলংকরণ-গ্রন্থনঃ- শুভ্রাংশু বসু

সূচীপত্র

		পাতা	
১. সম্পাদকীয়		1-3	সরাসরি পাতায় যান
২. অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে.....	কৃশানু দেব	4-6	সরাসরি পাতায় যান
৩. কেন্দ্রীয় কমিটির সভার রিপোর্টিং.....		7-8	সরাসরি পাতায় যান
৪. সমিতিগত তৎপরতা		9-20	সরাসরি পাতায় যান
৫. স্মরণ		21	সরাসরি পাতায় যান

সম্পাদকীয়

সদ্য পেরিয়ে আসা ২০২১ সালটির দিকে ফিরে তাকালে এক সন্ধিমুহূর্তে উপনীত হবার বোধ পরিস্থিতির দ্রুত ধাবমান প্রেক্ষাপটের দিকে স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিকে করোনা অতিমারীর সর্বব্যাপ্ত প্রভাব অন্যদিকে চলতি ব্যবস্থাপনার অন্তঃসারশূন্যতার উপলব্ধি জীবনযাত্রার চেনা ছবিকে প্রায় বিপর্যস্ত করে তুলেছে একথা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। 'করোনা' মারীবীজের আগমন চালু সিস্টেম (system)-টাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে, এই কথাটার চেয়ে এই সময়ে আরো বড় সত্য হচ্ছে - একটা 'বিশৃঙ্খল সিস্টেম'কে এই জীবাণু আক্রমন বস্তুতঃ বেআব্রু করে দিতে সক্ষম হয়েছে। জোড়াতালিগুলি খুলে খুলে পড়ছে, তাপ্পিমারা ফুটোফাটাগুলো আর আড়াল করা যাচ্ছে না, দগদগে ঘা গুলোকে আর প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না।

দেশ-দুনিয়ার হাল হকিকৎ বুঝে নেওয়ার গরজে সাম্প্রতিক তথ্য পরিসংখ্যানের দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। Oxfam এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে ২০২১ এ ভারতের ৮৪% পরিবারের আয় কমেছে পাশাপাশি একই সময়ে নতুন করে একশ কোটি ডলারের অধিক সম্পদের মালিক হয়েছেন আরো ৪০ জন। ভারতের সবচেয়ে ধনী ১০০ জনের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৭.৩ লক্ষ কোটি টাকা। অতিমারী পর্বেই ২০২০-র মার্চ থেকে ২০২১ এর নভেম্বর অব্দি ভারতের বিলিওনেয়ারদের সম্পদ ২৩.১৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩.১৬ লক্ষ কোটি টাকা। বিপ্রতীপে একই সময়ে নতুন করে আরো বেশী দারিদ্রে নিমজ্জিত হয়েছেন ৪.৬ কোটি মানুষ। গোটা বিশ্বের নতুন দরিদ্রদের প্রায় অর্ধেকই ভারতের। ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্রবৃদ্ধির হার সাব-সাহারান অঞ্চলভুক্ত দেশগুলিকেও ছাপিয়ে গেছে। অন্যদিকে মহামারীর একবছরে ধনকুবেরদের সম্পদবৃদ্ধির পরিমাণ তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো, আদানি আম্বানিদের মোট সম্পদের পরিমাণ ২০২০তে ডলারের অঙ্কে যথাক্রমে ৮৯০ কোটি থেকে বেড়ে ২০২১ এ হয়েছে ৫০৫০ কোটি এবং ৩৬৮০ কোটি থেকে বেড়ে ৮৫৫০ কোটি ডলার। মাত্র ১৪২ জন ধনীর আয় ৫৫ কোটি ভারতীয়ের মোট আয়ের সমান। দেশের ৫০% মানুষ জাতীয় সম্পদের মাত্র ৬% এর মালিক। অঙ্গুলিমেয়দের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভবনের এই প্রবনতা যে 'ধনবৈষম্যের ইতরতা'কে স্পষ্ট করে তুলেছে তাকে কার্যতঃ ক্রমাগত ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে সরকারী নীতি ও শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন পদক্ষেপ। গত ৪ বছরে কেন্দ্রের রাজস্বে পরোক্ষকরের পরিমাণ বাড়ছে আর কর্পোরেট করের অংশ কমছে। প্রধানমন্ত্রীর 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' স্লোগানকে ব্যঙ্গ করে 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'র নীতিই অনুসৃত হচ্ছে সমস্ত পদক্ষেপে; প্রাক কোভিড পর্ব থেকে জ্বালানির ওপর কর বেড়েছে ৭৯%, অতি ধনীদের ওপর সম্পদ কর প্রায় তুলেই দেওয়া হয়েছে, কর্পোরেট কর ৩০% থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে ২২% -এ। মহামারীপর্বেও একের পর এক রিলিফ প্যাকেজ তৈরি করা হয়েছে অতি ধনী, কর্পোরেটদের

স্বার্থ দেখে। যখন মহামারীর দাপট চলছে তখনই ভারতের স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ কমেছে ১০%, শিক্ষাখাতে কমেছে ৬%, সামাজিক সুরক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের মাত্র ০.৬% ব্যয় করা হয়েছে। Oxfam রিপোর্টের শিরোনাম 'Inequality Kills' –এই সারসত্যকেই তুলে ধরে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (ILO) এর 'World Employment And Social Outlook Trend Report (2022)' জানাচ্ছে মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিধ্বস্ত হয়েছে শ্রম বাজার। গত দু'বছরে মহামারীতে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। যাদের কাজ রয়েছে তাদের বেতন কমে গেছে। করোনার তৃতীয় তরঙ্গের সূত্রে আবার শ্রমবাজারে নেমে এসেছে কাজের সঙ্কট। ILO তাদের পূর্বাভাসে জানাচ্ছে ২০২২ সালে ভারতে বেকারির হার বেড়ে দাঁড়াবে ৫.৪%। যা প্রতিবেশী দেশ পাকিস্থান ও বাংলাদেশের থেকেও বেশি। এদিকে Centre For Monitoring Indian Economy(CMIE) জানাচ্ছে তৃতীয় মহামারীতে ফের দেশে কলকারখানায় ফের নানারকম বিধি নিষেধ চালু হয়ে যাওয়ায় বেকারির হার বিপুল বাড়ছে। জানুয়ারীতে বেকারির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৪৪%। বছর শেষে তা দুই অঙ্কে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে CMIE মনে করছে। শ্রমবাজারে এই সঙ্কট প্রসঙ্গে ILO অধিকর্তা Guy Ryder মন্তব্য করেছেন – মহামারীতে অর্থনীতি যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে হলে শ্রমিকদের কাজের উন্নতিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন, শ্রমিকদের উন্নতমানের কাজের ব্যবস্থা না করা হলে অর্থনীতির বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। স্থায়ীভাবে অর্থনীতির উন্নতি ঘটাতে শ্রমিকের হাতে উন্নতমানের কাজ দেওয়া, মজুরির মান বাড়ানো আবশ্যক বলে Ryder জানান। শুধু উন্নতমানের মজুরি নয়, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কাজের নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষাও বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবটা হচ্ছে এই সময়ে শ্রমিকরা শুধু কাজই হারায়নি, তাদের সমস্ত সামাজিক সুরক্ষার বিলোপ ঘটেছে।

কর্পোরেট পুঁজির কাছে শাসকের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের এই পটভূমিতে কী রাজ্য, কী দেশ-শাসকের মেকি ভাবমূর্ত্তি নির্মাণের চেষ্টা চলছে, পুঁজিদাস মিডিয়া জনগণের জীবন যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে 'একই মুদ্রা'র এ পিঠ এবং ও পিঠ'কে সামনে এনে এক অলীক 'বাইনারি' তৈরীর খেলায় মত্ত। মানুষ তার অভিজ্ঞতায় দেখছেন যে কোভিড পর্বে রুটি রুজি থেকে চাকরির নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার এই সময়ে সে নানাভাবে আক্রান্ত আর একই সময়ে অতিমারীকে অজুহাত করে চলছে দেশের সম্পদ বেচার অভিযান, মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার নকশা। ব্যাঙ্ক, বীমা, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র সহ জনগণের সম্পদকে কর্পোরেট সেক্টরের হাতে তুলে দেওয়ার 'ব্লু প্রিন্ট' তৈরি। জঘন্য 'শ্রম কোড' আইন তৈরি করে শ্রমিকের অধিকর খর্ব করার প্রয়াস, কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেট সেক্টরের করতলগত করার প্রয়াসে কৃষকস্বার্থ বিরোধী আইন বলবৎ করার চক্রান্ত। কিন্তু, আত্মসমর্পন নয় উল্টো স্রোতে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের লড়াইয়ে সামিল হওয়াই এই আগ্রাসনকে রুখে দিতে পারে। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সমষ্টির সঙ্ঘবদ্ধতা দিয়ে প্রমাণ করেছে সেই সত্যকে। সেই পাল্টা লড়াই-ই পথ দেখাবে অন্ধকারের এই রাজনীতিকে পিছু হটাতে বাধ্য করে। ব্যাপক অংশের মানুষকে নিয়ে এই বিরুদ্ধতার লড়াই যত তীব্র হবে,

শাসকগোষ্ঠীর নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদকে স্তিমিত করে সংগ্রামী জনতার রণদুন্দুভি ধ্বনি ততই কাঁপন ধরাবে কূটকৌশলী, গণশত্রু শাসকের বুকে। **আগামী ২৮শে ও ২৯শে মার্চ, ২০২২** কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ ও ফেডারেশনগুলির যৌথ আহ্বানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে **দেশব্যাপী 'সাধারণ ধর্মঘট'**। শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী কালা আইন এবং NMP বাতিল সহ জনস্বার্থবাহী বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায়ের লক্ষে আহূত এই সাধারণ ধর্মঘট খণ্ড বিখণ্ড সংগ্রাম আন্দোলনের স্রোতকে আরো বেগবতী করে তুলবে সেই প্রত্যয় সঞ্চারিত করতে হবে সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আত্মসমর্পন নয়, প্রতিরোধই বাঙ্ময় হয়ে উঠবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ে।

আমাদের ক্যাডারগত পরিসরে এবং সাধারণভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্রমাগত বঞ্চনা ও অধিকার খর্ব করার সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদেরও সোচ্চার হতে হবে সমস্ত রকম বিভেদমূলক অপচেষ্টা ও সুবিধাবাদী পলায়নপর মনোবৃত্তি এবং তামসিকতাকে দূরে সরিয়ে ফেলে।

সমিতির আগামী অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনমঞ্চে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে 'বিরূদ্ধতার চাবুক উঠাও হাতে' – এই রণধ্বনি জাগিয়ে তুলতে হবে। এখন থেকেই সেই লক্ষ্যে সর্বত্র প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে।

'সামনে দিন জোর লড়াই, জোট বাঁধো তৈরি হও'।

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে .....

-কৃশানু দেব

আমরা ২০২০ সালের ১১/১২ জানুয়ারী শিলিগুড়িতে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ঐ বছর মার্চ মাস থেকে কোভিড-১৯ এর দাপটে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে আমরা সবদিক থেকেই কোণঠাসা হয়ে পড়ি। বহু মানুষ প্রাণ হারান। আমাদের ক্যাডার তো বটেই, আমরা হারিয়েছি আমাদের সমিতির সদস্য, তাদের নিকটাত্মীয় সহ বহু বিদগ্ধ মানুষকে। বহু মানুষ মারা গেছেন অকালে। প্রিয়জন হারানোর এই ব্যাথা নিয়েই আমাদের পথ চলা। ফলে আপাতদৃষ্টিতে সমিতির স্বাভাবিক গতিশীলতা মন্থর লাগলেও ক্যাডারস্বার্থগত প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমিতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।

অতিমারী/ লকডাউন/ বিধিবদ্ধতা প্রভৃতি পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুততার সঙ্গে virtual platform কে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমিতি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে তার ফলে সমস্ত সাংগঠনিক কর্মকান্ড সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষতঃ কোভিড অতিমারীতে বিগত ২০২০-র প্রথমভাগ থেকে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে সমস্ত ধরনের সমিতিগত তৎপরতা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিপালন করতে পেরেছে। এটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা। ২০২০ ও ২০২১ এ virtual platform কে ব্যবহার করে ১লা মে (আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস) ও ২৩ শে মে (সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস) প্রতিপালন করা হয়। এই কালপর্বে গড়ে বছরে তিনটি করে 'আলো' পত্রিকা (সমিতির মুখপত্র) প্রকাশিত হয়েছে। কোভিডজনিত কারণে ৫টি ই-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে (বর্তমান সংখ্যাটিকে ধরে)। এছাড়াও দুটি সম্মেলন স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। সমিতির YouTube Channel টাও আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে চালু করেছি যাতে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচীতে সদস্য অনুগামীরা সামিল হতে পারেন।

কোভিড অতিমারী, আম্ফান ও যশ ঝড়ে আক্রান্ত সাধারণ মানুষের পাশে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে পৌঁছনোর লক্ষ্যে সংগঠন সাধ্যমতো প্রয়াস গ্রহণ করেছে। কোভিড অতিমারীতে ১৪টি জেলায় ২৭টি ক্যাম্প করে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০ মানুষকে সাহায্য করা হয়েছে। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে স্টেশনে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত থেকে আসা তিনটি ট্রেনের প্রায় ৩০০০ জন পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে জেলা কমিটিগুলি এই দায়িত্ব প্রতিপালিত করেছে। এই বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ৭,৫০,০০০.০০ টাকা। আম্ফান ও যশ ঝড় আক্রান্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে সদস্যরা ৮ লক্ষ টাকারও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেন। কেন্দ্রীয়ভাবে এই টাকা দিয়ে উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা জেলায় ৬টি এবং পূঃ মেদিনীপর ও হাওড়া জেলায় ১টি করে camp করা হয়। এই পর্যায়ে প্রায় ২৪০০ পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র, শিক্ষাসামগ্রী, গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। কোভিড অতিমারীর মধ্যেই সাংগঠনিক উদ্যোগে

২টি জেলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং ৬০ জন দাতার রক্ত সরকারী ব্লাড ব্যাঙ্কের তুলে দেওয়া হয়। এই সমস্ত কর্মসূচীতে ব্যয়িত অর্থ সম্পূর্ণভাবেই সদস্যদের থেকে সংগৃহীত হয়।

বিগত দু'বছরের এই সময়ের সারণী আমাদের আবারও কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই সময়কালে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে বিলিওনিয়রদের সংখ্যা বেড়েছে, তাঁদের সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে বহুগুণ আর এর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ছাঁটাই, বেকারত্ব, দারিদ্র বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। জানা গেছে এই সময়কালে সারা পৃথিবীতে নতুন দরিদ্রদের ৫০ শতাংশই ভারতীয়। কোভিড -১৯ এর জন্য কত মানুষ মারা গেছেন, কত মানুষ কর্মহীন হয়েছেন এর তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাকি নেই। সরকারি হিসাবে রাজস্ব আদায়ের হার এ সময়কালে কম অথচ জিডিপি বৃদ্ধির হার বেশি। রাজস্ব আদায়ের হার কম এই অজুহাত দেখানো হলেও বাস্তবচিত্র হল পরোক্ষকর আদায় এই সময়কালে বেড়েছে এবং কর্পোরেট কর আদায় কমেছে। জ্বালানির ওপর কর বেড়েছে আর অতি ধনীদের সম্পদকরের হার কমেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ কমছে। এই সময়কালে আমাদের রাজ্যে বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন হয়েছে । কর্পোরেট মনোপলি চালিত 'মেইনস্ট্রীম' মিডিয়া সেই সময় আমাদের সামনে 'বাইনারি অপশন' তুলে ধরেছিল। জনমনোরঞ্জনকারী কর্মসূচী ও প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক তোষণের প্রচার এই নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছ নিঃসন্দেহে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোলকাতা সহ রাজ্যের অন্য পুরনিগমগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে । আগামীতেও পুরসভা গুলোর নির্বাচন রয়েছে। একাধারে সুস্থ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ হিসাবে পরিবার পরিজন সহ আমরা আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করব তেমনই দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী হিসাবে নির্বাচনের ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করব। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে এই একই সময়কালে আমরা দেখেছি সঙ্ঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন – দেশের কৃষকদের জীবনপণ রাখা প্রতিরোধ যা স্পর্ধিত শাষককে কৃষকবিরোধী 'কালাকানুন'কে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করায়।

বৃহত্তরভাবে সরকারী কর্মচারী এবং ভূমি সংস্কার বিভাগের মধ্যবর্তীস্তরের আধিকারিক হিসাবে আমরা কী দেখেছি- পে-কমিশন থেকে প্রাপ্য বকেয়া না পাওয়া, ন্যায্য বকেয়া ডি এ না পাওয়া, বকেয়া কাজ নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষের অমানবিক আষ্ফালন, নিয়মিত বদলি ও পদোন্নতি না হওয়া। বিগত দু'বছরে কখনও কোভিড সংক্রমণের বাড়-বাড়ন্ত, কখনও দুয়ারে সরকার, কখনও সাধারণ নির্বাচন, কখনও আবার বকেয়া মিউটেশন নিষ্পত্তির দোহাই দিয়ে অধিকর্তার অফিস RO এবং SRO-II দের বদলির বিষয়টা পিছিয়ে দিচ্ছে। বারবার সাক্ষাতে ও প্রতিবাদপত্র দিয়ে চাপ তৈরি করায় দেখা গেল তাঁরা খামচা-খামচি করে দ্রুত কিছু বদলির আদেশনামা সামনে এল। তাতেও অজস্র অসংগতি। তাতে না আছে কোনো পলিসি, না আছে কোনো পরিকল্পনা ছাপ। বিষয়গুলো তৎক্ষণাৎ তাদের নজরে আনায় লজ্জায় তাঁরা তাদের অক্ষমতা প্রকারন্তরে স্বীকার করে নেন। RO থেকে SRO-II এবং SRO-II থেকে SRO-I পদোন্নতির বিষয়টাও দিনের পর দিন অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে। এর ফলে পদোন্নতির উপযুক্ত ক্যাডারদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ক্যাডারদের 'বিভাগীয় সার্ভিস' এর

একটা মুখবন্ধ প্রকাশ্যে এলেও এক বছর হয়ে গেল তার চূড়ান্ত রূপ ক্যাডাররা জানতে পারে নি। ফলতঃ, যা হওয়ার তাই হচ্ছে – অসমর্থিত সূত্রে নানা খবর উড়ে বেড়াচ্ছে, আর ধান্দাবাজরা 'ঘোলা জলে মাছ চাষ' করে যাচ্ছে। সমিতি তার অবস্থানে আজও বহাল আছে যে– সমস্ত SRO-I, SRO-II দের নিয়েই এই সার্ভিস হতে হবে যার ফিডার হবে ROরা যারা আমাদের Base Cadre। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গত ০৭/১০/২০২১ তারিখে সমিতির একটি প্রতিনিধিদল ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য মাননীয়া LRC মহোদয়ার সঙ্গে নবান্নে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতে মাননীয়া LRC অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মিউটেশন আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতির প্রস্তাবনার কথা স্বতোঃপ্রণোদিতভাবে উল্লেখ করে সমিতির উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি আশ্বাস দেন যে বিভাগীয় ক্যাডারদের জন্য প্রস্তাবিত LR Service এ SRO-I এবং SRO-II উভয় ক্যাডারের প্রত্যেকে থাকবেন এবং সমিতির দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে এ কথাও ব্যক্ত করেন যে RO ক্যাডার সেই Service এর Sole Feeder হবে। আলোচনায় তিনি ব্লক স্তরের আধিকারিকদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মিতভাবে সর্বস্তরের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে লিখিতভাবে এবং আলোচনার মাধ্যমে। যদিও এটা অত্যন্ত রূঢ় সত্যি যে – প্রশাসনের অন্দরে যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ বহাল থাকলে ডেপুটেশন দেওয়া সম্ভব তা আজ নেই ফলে বস্তুতপক্ষে আগের মতো কোনো সংগঠনই সেভাবে তা' পারছে না।

২০২০ সালে RI থেকে RO promotion পাওয়া আধিকারিকদের ৫০ শতাংশেরও বেশী ক্যাডার উল্লেখযোগ্যভাবে আমাদের সদস্য হয়েছেন। ২০২২ সালেও ২০০ জনের বেশি RI পদোন্নতির অপেক্ষায় রয়েছেন। এই মানুষদের কাছে আমাদের সমিতির বার্তা পৌঁছে দিতে হবে এবং আমাদের অনুগামী করার সর্বতো উদ্যোগ নিতে হবে। বিগত সময়কালে ১৬ জন SRO-II ক্যাডার থেকে SRO-I পদে পদোন্নতি পেয়েছেন এবং আরো ১৫ জন SRO-II অদূর ভবিষ্যতে পদোন্নতি পেতে চলেছেন। এই সময়কালে RO থেকে SRO-II পদোন্নতি হয়নি। ২০১৮ সালের বকেয়া ধরে WBCS(Exe.) পদের feeder হিসাবে SRO-II দের পদোন্নতির যে প্রস্তাব P&AR দপ্তরে যায় তার ভিত্তিতে এখনও কোনো আদেশনামা সামনে আসে নি।

সমিতির গঠনতন্ত্র মেনে কোভিড সংক্রমণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমরা আগের মতো জানুয়ারী/ ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন আয়োজন করে উঠতে পারি নি। আগামী মে মাসে সমিতির অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই সাধারণ কর্মসূচীকে সফল করতে প্রত্যেক সদস্য অনুগামীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রতিটি জেলায় ইউনিট স্তর থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত সম্মেলন কর্মসূচীতে প্রচার ওপ্রস্তুতির সময় এসেছে । আমরা সমিতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে সংগ্রাম–আন্দোলনের সর্বোচ্চ মঞ্চ 'সম্মেলন'কে সাফল্যমণ্ডিত করে সমিতিকে আরো সঙ্ঘবদ্ধ ও উন্নত চেতনা সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলব – অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে যাত্রারম্ভে এই দৃঢ় প্রত্যয়ই ব্যক্ত করি।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভার রিপোর্ট

১৫/০১/২০২২ (শনিবার) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান কোভিড সংক্রমনজনিত পরিস্থিতিতে শারীরিক ভাবে উপস্থিত হয়ে সভা করার বাস্তবতা না থাকায় 'স্কাইপ' মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, ক্যাডার স্বার্থসম্পর্কীত বিষয়গুলির অগ্রগতি এবং সংগঠনের আশুকরনীয় বিষয়গুলিকে সামনে রেখে তাঁর সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সভায় পেশ করেন। আলোচনা মূল বিষয় ছিল – **অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন।**

উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের আলোচনার নিরিখে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নীচে উল্লেখ করা হলঃ-

১) আসন্ন ১৮তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন -

ক) আগামী ৭ই এবং ৮ই মে,২০২২ স্থান- কোলকাতা।

খ) অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সদস্যদের থেকে সম্মেলন সংগঠন তহবিল (SST) সংগ্রহ করতে হবে। হার নিম্নরূপ :

মোট বেতন (gross salary) ৬০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত - ৬০০.০০ টাকা,
৬০,০০১.০০ - ৮০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত - ৮০০.০০ টাকা,
৮০,০০০ টাকার উর্ধ্বে - ১০০০.০০ টাকা।

আগামী ফেব্রুয়ারি- মার্চ মাসের বেতন থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা নির্ধারিত হার এর সঙ্গে অতিরিক্ত ২০০.০০ টাকা দেবেন।

গ) অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের স্যুভেনির এর জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞাপনের হার বিগত রাজ্য সম্মেলনে যা ছিল তাই থাকবে।

ঘ) জেলা সম্মেলন এর আগে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি দ্বারা জেলা তহবিলের অডিট করতে হবে।

২) এই রাজ্য সম্মেলনকে সফল করতে প্রতিটি জেলায় সব সদস্যের কাছে সম্মেলনের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির বার্তা সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিটি জেলায় সম্মেলনের আগে সাধারণ সভা অথবা বর্ধিত জেলা কমিটির সভা সম্পন্ন করতে হবে।

৩) প্রতিটি জেলায় জেলা সম্মেলন এবং ইউনিট সম্মেলন মার্চ ও এপ্রিল,২০২২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৪) ২০২২ সালের সদস্যপদ নবীকরণ জেলা সম্মেলনের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে।

৫) ২০২২ সালের সদস্যপদ নবীকরণ এর জন্য renewal book, সম্মেলন সংগঠন তহবিল (SST) এর কুপন ও স্যুভেনির এর বিজ্ঞাপন এর ফর্ম শীঘ্রই জেলাগুলিতে পাঠানো হবে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।

এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি, অর্থাৎ RO দের Transfer এবং SRO-II পদে পদোন্নতি , SRO-II ক্যাডার থেকে SRO-I এবং WBCS(Exe.) পদে পদোন্নতি, SRO-II এবং SRO-I ক্যাডারের বদলির বকেয়া বিষয়গুলি নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে পুনরায় কথা বলা হবে। Departmental LR Service নিয়ে সমিতির বক্তব্য বিশেষত RO দের স্বার্থ বিষয়ক বক্তব্য কর্তৃপক্ষের সামনে তৎপরতার সাথে তুলে ধরে পারস্যুয়েশন জারি রাখতে হবে।

সদস্যগণ সংগঠন পরিবারের মূল চালিকাশক্তি। সদস্যদের অদম্য উৎসাহ আগামী অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনকে সফল করবে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘটে।

xxxxx

সমিতিগত তৎপরতাঃ-

অতিমারীজনিত পরিস্থিতিতে সমিতির স্বাভাবিক গতিশীলতা বিঘ্নিত হলেও ক্যাডারস্বার্থে সমিতির দায়বদ্ধতা অক্ষুন্ন রয়েছে। সার্ভিস, পদোন্নতি বদলি প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে সমিতি সময়মতো উদ্যোগ জারি রেখেছে।

- ক্যাডারদের বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়টি বিভাগীয় স্তরে নানা কারণে উপেক্ষিত হচ্ছে। বিভাগের বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও অব্যহতি পান না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নলিখিত পত্রের দ্বারা সমিতির বক্তব্য জানানো হয়।

Memo. No. 12/ALLO/2021 Date: 05/08/2021

To
The Principal Secretary & Land reforms commissioner,
Land & Land reforms and Refugee Relief & rehabilitation department,
Government of West Bengal.

Sub: Transfer & Promotion of SRO-I

Sir,

We draw again your kind attention to the impasse that is existing regarding transfer and promotion of SRO-I cadre.

Age, duration of stay and inter wing transfer are the basic criteria of consideration along with compassionate ground need to be considered prior to transfer.

Generally, the transfer of SRO -I is coupled with fresh promotion of SRO –I cadre from SRO-IIs. At present, the tenure of SRO-Is posted in different Sub -Divisions and Districts have touched a continuous three/four years of service in some cases.

Quite a number of SRO-I are also on the verge of retirement and needs to be transferred near to their home.

Being the senior most members of the cadre, the promotion and transfer of SRO-I should be looked into more responsibly.

We expect that the issue of constitution of LR Service in the department is not creating any impediment to promotion and transfer of SRO-I which is long due.

The department just cannot look away from this long pending issue, and on behalf of our beloved association, we place our submission to immediately take up the matter, as it has been delayed due to election, pandemic and other reasons beyond our knowledge.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

- নবনিযুক্ত বিভাগীয় সচিবের কাছে সমিতির অবস্থান জানিয়ে সাক্ষাতের সময় চেয়ে নিম্নের পত্রটি জ্ঞাপন করা

Memo.No.13/ALLO/2021 Dated.31/08/2021

To
The Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
Nabanna, Howrah.

Madam,

On behalf our association, I would like to welcome you on joining as the head of our department.

Our association comprising of departmental cadres (Revenue Officers [WBSLRS Gr-I], Special Revenue Officers Gr-II, Special Revenue Officers Gr-I) was formed in the year 1987.

The association took part actively in formation of the integrated set up the then L&LR department fighting against all odds. Striving relentlessly to serve the people, we regularly conduct workshops which help the job enrichment of our cadres. We proudly hold a website in the name of www.allowb.org which has international visitors from different country and universities. We welcome your kind self to visit our site. It immensely helps the cadres to negotiate the quasi-judicial intricacies and day to day functions which are very typical and needs deep understanding of laws and circulars along with ready reference.

Off and on we have to interact with the higher authorities to redress the cadre problems which often become acute and distressing.

Our association has also taken up the social responsibility as a virtue and extended our activities towards about six thousand beneficiaries all over the state during the COVID and Yaas situation. We were proud to arrange food for all passengers of first two covid special trains reaching Krishnagar from North India.

I crave leave to draw your kind attention in future to pursue the cadre interest for the sake of the three officer cadres of the department in every form.

Our members have been diligent in 'DUARE SARKAR' and other government programmes at block level of integrated set ups. Also we work in the Land Acquisition, Thika Tenancy, Compensation, Urban Land Ceiling, Rent Control Kolkata, WBLR&TT, WBSAT and of and on deputed to other departments e.g. PHE etc.

We welcome you again for joining as Secretary and Land Reforms Commissioner, West Bengal and looking forward to meet in a courtesy call to introduce our association in person, as per your available time.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

- WBCS(Exe.) পদে পদোন্নতির বিষয়ে বিভাগীয় টালবাহানার প্রতিবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

Memo. No. 14/ALLO/2021 Dated. 02/09/2021

To
The Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
Nabanna, Howrah.

Sub: Excessive delay in promotion to WBCS(Exe.) cadre from SRO-II feeder post.

Ref: (1) III/50-PSC/IP-82/2019 dated 22/02/2021 of PSC, WB,
(2) 429-PAR(WBCS)/ID-115/5(Pt) dated 25/08/2020 &
(3) 1049-PAR (WBCS)/ID-115/05(Pt) dated 08/07/2021of
P&AR Department, Government of West Bengal.
(4)3887-RD/O/C/1E-02/2017 dated. 13/8/2021 of (Jt. BDO Cell)
of P& RD Department, Government of West Bengal.

Madam,

Most respectfully I draw your kind attention to the fact of the inordinate delay in promoting the SRO-IIs as a feeder to WBCS (Exe.) cadre vis a vis Jt. BDOs of P&RD Department.

SRO-II, Joint BDO and Assistant Canal Revenue Officers are feeder to the WBCS (Exe.) cadre. Since last decade the share of SRO-II as a feeder to WBCS(Exe.) has been persistently diminished. However, the meagre number of berths which are available to the SRO-II cadre of the L&LR and RR&R Department is being veritably denied by our department for some obscure reason intangible to us.

In spite of repeated request from the Public Service Commission, West Bengal our department has turned a deaf ear since 2016. It is also becoming difficult for PSC, West Bengal to keep a track and carry-over the earmarked vacant posts, year after year. This has also been expressed in the letter of PSC, WB under reference.

P&RD and the PAR Departments are working in perfect harmony and as a result the Jt. BDOs are smoothly being promoted to WBCS (Exe.).

The year wise carried over vacancy is given in the table below

Unfilled posts in WBCS(Exe.) to be filled by SRO-II					
Year	**Unreserved**	**SC**	**ST**	**Total**	**Remarks**
2016	**2**	**1**	**2**	**4**	**Still unfilled Ref memo no. 111/50-PSC/IP-82/2019 dated 22/02/2021**
2017	**16**	**4**	**1**	**21**	
2018	**19**	**5**	**2**	**26**	
2019	**15**	**4**	**2**	**21**	**As on 01.01.2019 Memo. No. 429-P&AR (WBCS)/iD-115/05(Pt) dated 25/08/2020**
2020	**15**	**5**	**1**	**21**	**As on 01.01.2020 Memo. No. 1049-P&AR(WBCS)/ID-115/05(Pt)**
Cumulative 2016-2020	**67**	**19**	**7**	**93**	

The above figure clearly demonstrate the department's unwillingness and blockage creating hindrance to the cadre's career advancement and promotion of the SRO-IIs including SC & ST cadres. It definitely cuts a sorry picture if not of willful negligence of our department.

We simply fail to understand this step-motherly behavior of our department towards SRO-II cadres. The department has never come out with any tangible discourse or explanation as far, for this delay in this respect.

Side by side we attached the letters of P&RD and P&AR which clearly shows the efficiency in this regard and the eagerness of that department towards promotion of Jt. BDOs (vide ref:- 3 & 4).

This cadre has been the 'beast of the burden' and carried out dragging odd jobs in the most inhospitable terrains of our state.

Through, this submission, and on behalf our association, I earnestly urge you to kindly look into the matter and resolve the deprivation of 93 SRO-II cadres in the waiting line of the 'to be promoted' SRO-II and the entire cadre down the line who had been robbed of four valuable years in their career.

The matter may please be treated as extremely URGENT.

Enclo: As referred above.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

- ক্যাডারদের হয়রানি বন্ধ করে বাস্তবোচিতভাবে মিউটেশন আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

Memo. No. 15/ALLO/2021 Dated: 23/09/2021

To
The Secretary & Land Reforms Commissioner, West Bengal.
Land & Land Reforms and Refugee Relief& Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
Nabanna, Howrah.

Sub: Disposal of Mutation Cases & rationalization of work among RO/SRO-II(Users).

Respected Madam,

RO/SRO-IIs working in the integrated set- up of L&LR and RR&R Department is under tremendous work pressure due to disposal of mutation cases pending since long. Due to faulty and unscientific planning and deployment of RO/SRO-II(Users) and certain malfunctioning of the eBhuchitra, aided with power cuts, internet link failure and lockdown period has made the situation more acute.

The users are not only overworked but also has to sacrifice their normal offs on Saturdays and Sundays for last couple of months.

Our association has made an in-depth analysis and arrived at certain interference which enables us to put up with certain suggestion for not only safeguarding the RO/SRO-II, but for ensuring speedy disposal of cases in a scientific and civilian manner without compromising the quality of disposal of cases and for better service to the citizens.

It is needless to state that ROs being the pivot of block offices have also to attend various other works like enquiries, preparation of Statement of facts for safe guarding the state interest in the courts of law, conversion enquiries, survey and settlement pending works, minor minerals, patta, barga, homestead, vesting etc.

In this submission we would like to deal with mutation cases only which has come up with utmost urgency due to huge pendency.

BASIC DATA

1. Submission of Mutation Cases throughout a year- around 60 lacs (trend of last 2/3 years)
2. No of Users (RO/SRO-II) engaged in disposal - around 1300
3. (i) Expected disposal per User per year - 60 lacs/1300 = 4615~4800 (say)
   (ii) Expected disposal per User per month - 4800/ 12 = 400

Source of submission-
1. Registration Department
2. Banglar Bhumi Website
3. eBhuchitra mode at BL&LRO Offices.

The asking rate of disposal per RO/SRO-II (User) is quite reasonable and does not call for any sweating or sham exercise by the hair splitting authorities.

But in reality it is becoming an insurmountable problem, calling for draconian measures. Through our work study we found the following maladies in the system and suggests the following administrative steps to mitigate the hardship.

[A] Mechanical Deployment of users

We have found that the deployment of users i.e. mainly ROs are not done according to the demand of pendency i.e. ROs are deployed inversely to the pendency of the mutation cases.

Suggestion:

(i) ROs (1300 users) must be posted as per the assessment of the average submission of cases district wise and then block wise and not mechanically, e.g. we found that at a certain time almost 100 ROs were posted in Coochbehar District where the pendency is negligible.

(ii) **Supervision & Monitoring**:

The prime work of supervision and monitoring to be taken up by SDL&LROs :

(a) By means of frequent block visits

(b) Video conference

(c) Monthly monitoring of User wise disposal of average 400 cases per user per month including other entrusted works.

(iii) **Motivation**:- to prize the worker and penalize the shirker.

We have seen that there is a user wise skewness which results in very high rate of disposal by certain ROs while very low rate of disposal for others.

The shirkers are never called for or warned. This hampers the collective endeavour.

(iv) ADM & DL&LRO and DLR&S level monitoring-

The ADM & DL&LROs must monitor user wise disposal along with posting of adequate number of ROs as per the quantum of average submission of mutation cases per block with the rational of 400 disposals per user per month and ensure speedy maintenance of soft and hardwires as and when required.

[B] DLRS Level

Monitoring of the District/ Sub Division level disposal of cases and to ensure posting of ROs in the Districts based on average submission of cases in a District with a rational of 400 cases/month/user.

AND

Take up the matters relating to Server load, eBhuchitra and network failures with the agencies immediately as and when necessary, as per report from the Blocks/ Sub Divisions.

Finally, we would like to draw attention to the fact that several mouzas have been finally published without balancing the shares, particularly of the part or entire vested plots. Cautious steps must be devised in order to safe guard the state interest so that no part of the vested land gets mutated in such a scurry.

The objective and scientific approach instead of hammering the user will definitely restore the sobriety and civility of our department and serve the public with more dexterity and deftness.

We regret to inform that in spite of no guidelines from your end some district authorities are issuing orders to keep the BL&LRO offices open throughout the week including Saturdays and Sundays from 9 am. This, we consider, not only hamper the quality of disposal but will definitely break the Covid protocol and issued in contravention to the order of the Respected Chief Secretary to the Government of West Bengal.

We are eager to meet you at your convenience to explain the entire proposal.

Our, objective and pragmatic proposal may kindly be considered for the sake of the benefit of the common people and to safeguard the state interest.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

- SRO-I Cadre এর বদলির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নবর্ণিত চিঠিটি দেওয়া হয়।

Memo. No. 17 /ALLO/2021 Date: 15 /12 /2021

To

The Secretary & Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation
Department, Government of West Bengal.

Nabanna

Sub: Transfer and posting of SRO-I Cadre.

Respected Madam,

I would like to bring to your kind notice that certain SRO-I who have crossed the age of 58 and approaching their superannuation, are still lying in far flung Sub-divisions and Districts serving in their respective capacity of SDL&LROs, Dy DL&LROs, Additional L.A.Os.

Generally, it is a convention that these cadres are brought back nearer to their home prior to superannuation. The hazardous and strenuous work throughout their career makes some of them to be under close medical supervision for different ailments.

Further, certain SRO-I are serving in different capacities staying long away from their home for more than 3 (three) years, who also deserves to be posted nearer to their home.

Hence, the matter may kindly be looked into with compassion.

We are eager to submit in person a list of such SRO-I who urgently need transfer from their present posting.

Yours faithfully,

Chanchal Samajder
General Secretary

- A zone এবং B zone থেকে RO দের বদলির টালবাহানার প্রতিবাদ জানিয়ে অধিকর্তার নজরে সমিতির বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

Memo. No. 18 / ALLO/ 21 Dated: 20/01/2022

To
The Director of Land Records & Survey,
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata - 700027.

Sub: Transfer of Revenue Officer from A and B zones.

Sir,

I would like to draw your kind attention to the issue as mentioned above.

Revenue Officers, who are posted in A and B zones are supposed to be transferred to their home zones after 3 years and 4 years respectively as per existing transfer guidelines of the Department.

But, to our utter dismay we observe that several Revenue Officers are denied their turn and has to continue their assignment far away from their home zone.

We have raised the issue regularly, for the sake and benefit of the cadre.

As such, COVID and general elections have worsened the situation as the transfer and posting of officers were literally postponed.

Hence, I on behalf of our beloved Association do hereby pray to kindly take up the matter so that the Revenue Officers are not deprived of their due transfer as per guideline, impairing natural justice.

This is for your kind perusal and necessary action.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

- SRO-I Cadres এর বদলির দাবিতে আবারও কর্তৃপক্ষের কাছে সমিতির বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

Memo. No. 01/ALLO/2022 Date: 24/01/2022

To

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land reforms and Refugee Relief & rehabilitation department,
Government of West Bengal.

Sub: Transfer and posting of SRO-I Cadres.

Ref: Our letter vide no. 17/ALLO/2021 dated 15/12/2021.

Respected Madam,

In continuation of our earlier submission under reference (copy enclosed), I on behalf of our Association would like to reiterate the issue of transfer of SRO-I cadres who have already completed 3(three) years of their service as SRO-I staying long away from their home and who have attained the age of 58 years and approaching their superannuation, are still lying far away from their home.

We are enclosing a list of such SRO-I who urgently need transfer nearer to their homes which may kindly be looked into with compassion.

Enclo: As stated above.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

- SRO-II cadre এর নিয়মিত বদলির বিষয়টি বর্তমান সময়কালে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে বিভাগীয় বদলি নীতি অনুযায়ী দ্রুত ক্যাডারদের বদলির বিষয়টা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সমিতির দাবি উত্থাপন করা হয়।

Memo. No. 02/ ALLO/ 22 Dated: 24/01/2022

To
The Director of Land Records & Survey,
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata - 700027.

Sub; Transfer of SRO-II cadre from A zone & B zone.

Sir,

I would like to draw your kind attention to the issue as mentioned above.

SRO-IIs, who are posted in A and B zones are supposed to be transferred to their home zones after completing 3(three) years and 4(four) years respectively as per existing guide lines of the Departments.

But to our utter dismay we observe that the poor officers are denied their turn and have to continue their assignment far away from their home zones.

We have raised the issue regularly, for the sake and benefit of the cadre, but unfortunately failed to justify your kind end. The situation has been worsened due to the issuance of piecemeal transfer orders of SRO-IIs in the recent past which has created unrest among the cadres in general.

Hence, I, on behalf of our Association do hereby pray to kindly take up the matter so that the SRO-IIs are not to be deprived of their due transfer as per guideline impairing natural justice.

I am enclosing herewith a list of such SRO-IIs who urgently need transfer nearer to their homes which may kindly be looked into with compassion.

Enclo: As stated above.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

Memo. No. 02 /1 / ALLO/ 22 Dated: 24/01/2022

Copy forwarded to:-

The Secretary & Land Reforms Commissioner, West Bengal, Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal, for her kind perusal.

CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

আরো উল্লেখ্য যে, গত ০৭/১০/২০২১ তারিখে সমিতির একটি প্রতিনিধিদল ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য মাননীয়া LRC মহোদয়ার সঙ্গে নবান্নে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতে মাননীয়া LRC অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মিউটেশন আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতির প্রস্তাবনার কথা স্বতোঃপ্রণদিতভাবে উল্লেখ করে সমিতির উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সেই সাক্ষাতে তিনি আশ্বাস দেন যে বিভাগীয় ক্যাডারদের জন্য প্রস্তাবিত LR Service এ SRO-I এবং SRO-II উভয় ক্যাডারের প্রত্যেকে থাকবেন এবং সমিতির দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে এ কথাও ব্যক্ত করেন যে RO ক্যাডার সেই Service এর Sole Feeder হবে। আলোচনায় তিনি ব্লক স্তরের আধিকারিকদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমিতির দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে তিনি আশ্বাস দেন যে দুর্গোৎসবের দিনগুলোতে অফিস খোলা রাখতে হবে না এবং এই বিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দেবেন। আলোচনাতে আমাদের দাবি মতো ব্লকস্তরে গাড়ি ও জেনারেটর পরিষেবার প্রসঙ্গেও তিনি জানান যে তিনি বিষয়দুটিতে দৃষ্টিপাত করবেন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন। সামগ্রিকভাবে এই আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসু হয়।

স্মরণ :-

বিগত সময়কালে আমরা হারিয়েছি –

সাহিত্যক্ষেত্রে - বুদ্ধদেব গুহ, নারায়ণ দেবনাথ, মোহন ভাণ্ডারী, পদ্মা সাচদেব, চন্দ্রশেখর পাটিল

অভিনয় ক্ষেত্রে- (চিত্র পরিচালক)নৃপেন গাঙ্গুলী, থিয়েটার ব্যক্তিত্ব শাঁওলি মিত্র, অভিনেতা- অরবিন্দ ত্রিবেদী,

কলা ক্ষেত্রে – সঙ্গীত শিল্পী- লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,বাপী লাহিড়ী, কথক শিল্পী পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, চিত্রশিল্পী অরুণ পাল, ওয়াসিম কাপুর, গায়ক চণ্ডীদাস মাল, স্বপন গুপ্ত, কল্যানী মেনন, জগজিৎ কাউর, তবলিয়া শুভঙ্কর ব্যানার্জী

ভাষ্কর- সদাশিব সাঠে

শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে – পতঙ্গবিদ এডওয়ার্ড ও উইলসন, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়র আর আরাভামুদন, কৃষি বিজ্ঞানী বি ভি নাম্বিয়ার, ঐতিহাসিক সালিম কিদোয়াই, শিক্ষাবিদ সৈঈদ সাজ্জাদ জাহির আদনান, চিকিৎসক ভিমলা সুদ (ভারতের ১ম মহিলা ডেন্টিষ্ট)

বিচারপতি- সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন জি টি নানাবতী

ক্রীড়াক্ষেত্রে-প্রাক্তন ফুটবলার ও প্রশিক্ষক সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও চন্দ্রশেখর, ক্রিকেটর টেড ডেক্সটার , রে ইলিংওয়ার্থ, বাসু পরঞ্জপে, হকি খেলোয়ার যশবন্ত সিং

পরিবেশ ও সমাজ বিজ্ঞান ক্ষেত্রে - এম কে প্রসাদ

পর্বতারোহী - এইচ পি এস আহলুওয়ালিয়া

রাজনীতিক্ষেত্রে- মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ অবনী রায়, পি টি থমাস, দঃ আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লু ডি ক্লার্ক, প্রাক্তন ইউ এস সেক্রেটারী অব ষ্টেট কলিন পাওয়েল, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যান সিং

সেনাধ্যক্ষ – বিপিন রাওয়াত,

সংবাদপরিবেশনার ক্ষেত্রে নোভি কাপাডিয়া, অভিনাশ ঝা, কামাল খাঁ প্রমুখ মানুষকে এবং এ সময়কালে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে রাজনৈতিকমদতপুষ্ট দুষ্কৃতিদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অংশগ্রহনকারী কৃষকরা, এছাড়া, উত্তরাখণ্ড সহ বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, দুর্ঘটনায়, কোভিড অতিমারীতে আমরা হারিয়েছি বহু মানুষকে।

প্রয়াতদের স্মৃতির রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

আলো (ই-সংস্করণ) মে - ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক - অম্লান দে, অ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত